OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 297 - 306
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কালিদাস ও ভবভূতির দ্বারা চিত্রিত নারীচরিত্র : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

ড. প্রসেনজিৎ পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
রামপুরহাট কলেজ
Email ID: prosenjitpatua91@gmail.com
0009-0000-4594-8311

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Kalidasa, Greatness of human beauty, Beautifull nature, Bhavabhuti, imagination, Shakuntala, Sita, Savitri, Damayanti, Mahabharata.

Abstract

Kalidasa was a poet of beauty and love. The poet has shown the greatness of human beauty along with the beauty of nature and in his vivid depiction of that human beauty, he has not allowed the stench of desire to enter anywhere. When the poet's pen was on the beauty of women, all the strings of his heart would ring in unison. Bhavabhuti's place was the greatest among the later playwrights. His plays were Uttararamacharita and Malatimadhav etc. From the study of these it is known that Bhavabhuti had studied Kalidasa's plays very meticulously and had taken the initiative to decorate his own works by adopting many of his beautiful imaginations, using words and mystical incidents. To attract Malati's mind, Malati Madhav gave examples of the love stories of Kamandaki, Dushyanta Shakuntala and Pururva-Urvashi which Bhavabhuti had got from Kalidasa's plays. In the ninth act of this play, Madhav is distraught over Malati's sudden disappearance and he prays to Megh (the clouds) to take a message to his beloved and asks Elephant, Wind etc. about Malati's welfare. Bhavabhuti got this idea from Meghdoot and Vikramorvasiya. However, Bhavabhuti's dramatic talent was of a different importance. A comparison of the characters of Sita in Uttara ramacharita and Shakuntala in Shakuntala makes it clear that Bhavabhuti portrayed Sita in his own style, in accordance with his ideal. Just as Kalidasa took the story of Shakuntala from the Mahabharata and gave it a completely new form with his own unique talent. Similarly, Bhavabhuti also took the story of Sita's abandonment from Valmiki and revised and refined it. But in the characterisation of Sita and Shakuntala, the special qualities of both poets come out clearly. Shakuntala was an ascetic but a householder. Even though she was the daughter of a sage, she was a lover. She had modesty, restraint and patience. Her name cannot be compared with Sita, Savitri, Damayanti and Shaivya. The sweetness of Sita's character lay within both her faults and virtues. But Sita was the only pure and virtuous woman. She considered her husband's happiness as her own happiness.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।।"[১]

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত— কোন সময়েই নারীকে অপ্রয়োজনীয় রূপে মনে করা হয়নি। নারী পুরুষের পাশাপাশি সবসময়ই বিচরণ করেছে, তার কাজে সহযোগিতা করেছে। নাটকে পাত্রের যেমন প্রয়োজন, পাত্রীরও ঠিক ততটাই প্রয়োজন। নইলে নাটক সম্পূর্ণ হতে পারে না। তদ্রূপ গদ্যসাহিত্যের 'কথা' বা 'আখ্যায়িকায়', কাব্যে, মহাকাব্যে— সর্বত্রই নারী অপরিত্যজ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, -

"হে ভারত। ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"[২]

এই আদর্শ অনন্তকাল ধরে ভারতীয় সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতীয় সমাজের কত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কত নব নব আদর্শের সংস্থাপন হয়েছে; কিন্তু অম্লান, অপরিবর্তনীয় হয়ে রয়েছে ভারতের নারী— স্নেহে-সহিষ্ণুতায়, পাতিব্রত্যে-পরার্থপরতায়। জন্ম হওয়ার পরই সে ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণ করে। পুরুষের খেয়াল ও উপদ্রব সহ্য করে, সমাজের অন্যায় ও অবিচার বরণ করে প্রসন্নচিত্তে সকলের সেবা ও যত্নে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। দুঃখদুর্দশার মধ্যে, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সে অম্লানভাবে সংসারের কল্যাণ বিধান করে।

কালিদাস বৈদভী রীতির কবি এবং ভবভূতি গৌড়ীয় রীতির পক্ষপাতী। এইখানেই দুই কবির প্রধান পার্থক্য। বৈদভী রীতির অদ্বিতীয় শিল্পী কালিদাস। বৈদভী রীতি বলতে বোঝায়— এতে সমাদের ভ্রুকুটি থাকবে না, সুষম শব্দপ্রয়োগে মাধুর্য ও স্পষ্টতা থাকবে এবং থাকবে প্রসাদ গুণ। ভবভূতির রচনা-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তিনি গৌড়ীয় রীতির সমর্থক। এই রীতির প্রধান লক্ষ ওজোগুণযুক্ত সমাসবাহুল্য। কালিদাসের রচনা স্বচ্ছ, সংযত ও ইঙ্গিতবহ। যে ভাব প্রকাশ করতে ভবভূতিকে বাক্যের জাল বুনতে হয়, কালিদাস তা সামান্য আভাসে ব্যক্ত করেন। তাই দেখা যায়, কালিদাসের নারী চরিত্রগুলির প্রাকৃত সংলাপে জটিল গঠন বা দীর্ঘ সমান পরিত্যক্ত হয়েছে; ভবভূতি সেখানে নির্বিচারে এদের সংলাপে অসঙ্গতভাবে দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ জুগিয়ে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে জানা যেতে পারে—

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্— "অনসূয়া— শৃণোতু আর্যঃ। পুরা কিল তস্য রাজর্ষেঃ উগ্রে তপসি বর্তমানস্য, কিমপি জাতশঙ্কঃ দেবৈঃ মেনকা নাম অপ্সরাঃ প্রেষিতা নিয়মবিঘ্নকারিণী।"[৩]

উত্তররামচরিতম্—

"সীতা—দিষ্ট্যা কথং প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলাপাণ্ডুরপরিক্ষামদুর্বলেনাকারেণায়ং নিজসৌম্যগম্ভীরানুভাবমাত্রপ্রত্যভিজ্ঞাতব্য আর্যপুত্র এব। ভগবতি তমসে ধারয় মাম্।"[৪]

'অভিজ্ঞানশকুলম্' কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক, এবং অনেকেরই মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত। তাই বলা হয়ে থাকে– "কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।" সেরূপ 'উত্তররামচরিত' ও ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই মহাকবিদ্বয়ের তুলনা করতে হলে এই দুখানি নাটকের তুলনা করলেই যথেষ্ট।

কালিদাস ও ভবভূতির সর্বস্বভূত অভিজ্ঞানশকুন্তলা ও উত্তররামচরিত থেকে শকুন্তলা ও সীতা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই দু'জন রমণীর চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এই দু'জন রমণীর অবস্থাগত প্রভেদ অনেক। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্বরাগ। সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবন প্রতিপালিতা। কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হয়েছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়েছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। দেবতা ও ঋষিরা উভয়কেই দুঃখের সময়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং স্বামীর সঙ্গে মিলন ঘটাবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেছেন। উভয়েই অনেককাল বনে বাস করেছেন। বনতরু, বনলতা, বনময়ূর, বনমৃগ প্রভৃতি উভয়েরই প্রিয়পাত্র। উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রগাঢ় প্রণয়বিশিষ্ট। বনবাসসখীদের সঙ্গে উভয়েরই সমান সখ্যভাব। সীতা রাবণকর্তৃক পীড়িতা হয়ে রাজধানীতে প্রত্যাগতা হয়েছেন, রাজরাণী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুগ্ধস্বভাব পূর্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাঁর সকল ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বিবাহসময়ে সুখের চিত্র দেখে হর্ষিতা হয়েছেন। শূর্পণখাকে দেখে তাঁর হৃদয় কম্পিত হয়েছে। আর্যপুত্রের দুঃখ দেখে তাঁর অশ্রুপাত হয়েছে। তপোবন দেখে পুনর্বার তথায় ভ্রমণ করতে ইচ্ছা হয়েছে। সীতা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন—

> "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়েছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনওকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মতো দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।"[৫]

অনুরূপভাবে শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁকে বনমধ্যে কুড়িয়ে পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁকে প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়েসই গৃহকার্যে সুশিক্ষিতা হয়েছেন এবং লিখতে-পড়তে শিখেছেন। তপোবন-তরুদিগকে পরিপালন করতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁর পিতা সোমতীর্থ গমনকালে বৃদ্ধ গৌতমীকে অতিক্রম করে তাঁরই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁকে ভালবাসে। তাঁর সখিদিগের তিনিই সর্বস্ব। তারা তাঁর সেবা করছে, তাঁর সঙ্গে খেলা করছে, তাঁর জন্য পুষ্পচয়ন করছে এবং তাঁর ভাবি বিরহের আশঙ্কায় কাঁদছে। নিজের অদৃষ্টের জন্য তাঁর অণুমাত্র চিন্তা নেই। তিনি একমনে রাজাকেই ভাবেন। কিন্তু তাঁর সখীদের ভাবনা তাঁরই জন্য। তারা দুর্বাসার শাপমোচন করে, তাঁর আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করে দেয় এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করে তা বলা যায় না। শকুন্তলাও পতিগৃহে যাওয়ার সময় সখীদের কথা ভাবেন। তিনি তাদের আপনার ভাবতেন, আপন মনের ভাব তাদের বলতেন এবং তাদের বিশ্বাস করতেন। সরলহৃদয়া গৌতমীও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি পিতৃসেবায় তৎপরা ছিলেন বলে পিতাও তাঁর জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁর জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী। প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব এবং তাঁর পক্ষে অনুচিত, একথাও তিনি জানেন। রাজারও শকুন্তলার প্রতি প্রণয় জন্মায় এবং তিনি শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং রাজধানী প্রতিগমন করেন। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে তিনি বিস্মৃত হন।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের অন্তর্গত শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র অন্তর্গত সীতা চরিত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। তা নিম্নে বর্ণনা করা হল—

প্রথমত - শকুন্তলা ও সীতা দুজনেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পতিপরিত্যক্তা হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত - সীতা ও শকুন্তলা— কেউই যাবার সময় কোন চিহ্ন রেখে যাননি। দীর্ঘকাল পরে অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্রমে স্বামীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে।

তৃতীয়ত - দুই নাটকের প্রণয়িনী (শকুন্তলা ও সীতা) অমানুষী-সম্ভবা।

চতুর্থত - উভয় নাটকেই নায়ক নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পঞ্চমত - উভয় নাটকেই প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা দৈবশক্তিবলে মাত্রালয়ে নীত হয়ে রক্ষিত হয়েছেন। শকুন্তলা হেমকূট পর্বতে, সীতা রসাতলে।

ষষ্ঠত - উভয় নাটকেই বিচ্ছেদের পর নায়িকার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রই মিলনের উপায়স্বরূপ হয় এবং শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আবার, শকুন্তলা ও সীতার মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমত** - শকুন্তলা যুবতী, সীতা প্রৌঢ়া। **দ্বিতীয়ত** - শকুন্তলা দুষ্যন্তের অন্যতমা পত্নী, সীতা রামচন্দ্রের একমাত্র পত্নী। **তৃতীয়ত** - শকুন্তলা তাপসী, সীতা রাজ্ঞী। **চতুর্থত** - শকুন্তলা উদ্দাম-প্রবৃত্তির, রাজাকে দেখামাত্রই মুগ্ধ, বিবাহে কণ্বমুনির অনুমতির অপেক্ষা করে না; সীতা ধীরা, বিশ্রব্ধা, রামের বাহু আশ্রয় করেই চরিতার্থা। **পঞ্চমত** - শকুন্তলা গর্বিণী, সীতা ভয়বিহ্বলা। বস্তুত, শকুন্তলা তাপসী হয়েও সংসারী, সীতা সংসারী হয়েও সন্ন্যাসিনী। সংক্ষেপে, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর নায়িকা প্রকৃত প্রস্তাবে কামুকী, 'উত্তররামচরিতম্'-এর নায়িকা এক কথায় দেবী।

উভয় কবিদ্বয় তাঁদের নাটকের নায়ককে সর্ব গুণসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হন নি। রচনার স্থানে স্থানে নায়কের প্রতি কবিদ্বয়ের উদ্রিক্ত ক্রোধ তাঁদের হৃদয় ফেটে বের হয়ে এসেছে এবং প্রপীড়িতা নায়িকার প্রতি কারুণ্য ও অনুকম্পা ঝলকে ঝলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজসভায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেও (যখন ক্রোধ প্রকাশ করার কারণ হয় নি) গৌতমী বলেন—

"নাপেক্ষিতো গুরুজনঃ অনয়া ন ত্বয়াপি পৃষ্টো বন্ধুঃ।
একৈকস্য চ চরিতে ভণতু কিমেক একস্মিন্॥"[৬]

ভবভূতিও রামকে অনেক বাঁচিয়ে চললেও তৃতীয় অঙ্কে বাসন্তীর মুখে মনে হয়, তাঁর প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। এই ছায়াসীতা-বিষ্কম্ভকে বাসন্তী ব্যঙ্গের মর্মভেদী বাণে রামকে বিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তামথবা কিমিহোত্তরেণ॥"[৭]

তিনি আরও বলেন—

"অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিমযশো ননু ঘোরমতঃ পরম্।
কিমভবদ্বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে॥"[৮]

পরে বার বার সেই চিরপরিচিত স্থান দেখিয়ে রামকে ভূতসুখস্মৃতিতে জর্জরিত করেছেন।

দুষ্যন্ত যে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাতে তাঁর কোন দোষ ছিল না। কারণ, দুর্বাসার অভিশাপেই তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু রাম সীতাকে যে পরিত্যাগ করেছিলেন তা ভুলবশত নয়, স্বেচ্ছায়। প্রজাদের কথায় বিশ্বাসবশত কোনরকম বিচার-বিবেচনা না করেই বিশ্রব্ধা, পতিগতপ্রাণা সীতাকে তিনি বনবাসে পাঠান। তাতে তাঁর নিজের কষ্ট হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কষ্ট তাঁর নিজের দোষেই হয়েছিল। রামের কষ্ট হয়েছিল বলে সীতানির্বাসনকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। রাম নিশ্চিত চিন্তা করেছিলেন যে, সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তিনি রাজকর্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তা করেন নি। প্রজারা যা বলে তা নির্দ্বিধায় পালন করাই রাজার কর্তব্য নয়। রাজার কর্তব্য ন্যায়বিচার । কিন্তু সেই ন্যায়বিচার তিনি করেন নি। কারণ, সীতা তাঁর পত্নীও যেমন, তেমনি তিনিও রামের একজন প্রজা। মাতা, ভ্রাতা, পত্নী কিংবা পুত্রকে প্রজারা চাইলেই বনবাসে পাঠাতে হবে কিংবা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে— এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না।

সীতা অভিযুক্তা। রাম জানেন, তিনি একান্ত নিরপরাধিনী। প্রজাদের নিকট যদি তাঁকে নিরপরাধিনী প্রমাণ করার জন্য তিনি নির্বাসনের পূর্বে একটি অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন, তা হলেও যুক্তিযুক্ত হত। কিন্তু তা না করে তিনি প্রজাদের কথা শুনে সীতাকে একেবারেই বনবাসে পাঠান। সুতরাং সীতা নির্বাসনের ব্যাপারে তিনি দোষমুক্ত হতে পারেন না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কালিদাস তাঁর নাটকের বহু স্থলে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা সর্বত্রই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'র প্রথম অঙ্কে বল্কল পরিহিতা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্ত চিন্তা করেন— "কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্। ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"[৯]

আবার, দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা শকুন্তলার বর্ণনা করেন—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কবরুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥"[১০]

অনুরূপভাবে ভবভূতি কদাচিৎ সীতার রূপ বর্ণনা করেছেন 'উত্তররামচরিতে'। তিনি দুবার মাত্র সীতার বহিঃসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দুবারই সীতার মুখখানিমাত্র এঁকেছেন। একবার রাম বিবাহের সময় সীতার রূপবর্ণনা করেছেন—

"প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
দর্শনমুকুলৈর্মুগ্ধলোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃতমধুরৈরস্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ॥"[১১]

রাম ভাবছেন সীতার মুখখানি। আর তাও এই হিসাবে ভাবছেন যে, এইরূপে জানকী মাতাদিগের আনন্দবর্ধন করতেন। আর একবার তমসার মুখে ভবভূতি বিরহিনী সীতার বর্ণনা করেছেন -

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥"[১২]

আবার সেই মুখখানিমাত্র। তাও এঁকেছেন তাঁর বিচ্ছেদ দুঃখ বর্ণনা করার জন্য। অন্য সর্বত্র রাম সীতার গুণরাশির কথাই ভেবেছেন। তিনি একটি শ্লোকে সীতার যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, দুষ্যন্ত তা বহু শ্লোকেও বর্ণনা করতে পারেন নি। সীতার বিরহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মনতবর্তি নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুথি বলচন্দনরসঃ।
অয়ং বাহুঃ কণ্ঠে শিশিরমসৃণো মৌক্তিকারঃ
কিমস্যা ন প্রেরো যদি পরমসহ্যস্তু বিরতঃ॥"[১৩]

প্রকৃতপক্ষে সীতার বাইরের রূপ দেখার অবসর ভবভূতির ছিল না। তিনি সীতার গুণে মুগ্ধ। ভবভূতির বর্ণনা এত পবিত্র, এত উচ্চ যে, তিনি সীতাকে মাতৃরূপে দেখতেন। মায়ের আবার রূপ কি? তিনি সর্বাঙ্গে, অন্তরে-বাইরে, কথায়, ভাবভঙ্গিমায় এক মাতা, আর কিছু নয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীর রূপ বর্ণনায় ভবভূতির একটি বিশেষত্ব আছে। কালিদাসের নারী-সৌন্দর্য বর্ণনায় লালসা আছে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা সর্বত্র শৈলনির্ঝরের ন্যায় নির্মল ও পবিত্র। কালিদাস নারীর বাইরের রূপ নিয়ে ব্যস্ত। ভবভূতি নারীর অন্তঃকরণের সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত। নারী 'তুঙ্গস্তনী', 'শ্রোণীভারাদলসগমনা', 'বিম্বাধরা' হলেই কালিদাস যেন আর কিছু চান না। রসিয়ে রসিয়ে তাঁর নানা কাব্যের নানা স্থানে রমণীয় অবয়বের বর্ণনা করতে তিনি যেন একটা বিপুল আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ভবভূতির কাছে নারী 'গেহে লক্ষ্মীঃ', তাঁর 'বচনানি কর্ণামৃতানি', স্পর্শ 'সঞ্জীবনৌষধিরসঃ, মেহার্দশীতলঃ', তাঁর পরিরম্ভ 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিছু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপবর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। কালিদাস যখন ভূমিতে বিরাজ করছেন, ভবভূতি তখন ঊর্ধ্বে বিচরণ করছেন।

কালিদাসের সময়ে প্রেমের স্বর্গীয় ভাবটা কবিরা ঠিক করতে পারেননি। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতির যে কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন, তা এই শকুন্তলাতেই দেখা যায়। কিন্তু তবুও তিনি শকুন্তলাতেই হোক, বিক্রমোর্বশীতেই হোক, অথবা মেঘদুতেই হোক— সময়ের হাত একেবারে এড়াতে পারেননি। অবশ্য শকুন্তলার প্রথম তিন অঙ্কে প্রেমের উচ্ছল অবস্থা দেখা যায়। কিন্তু মেঘদূতে তো তিনি প্রেমের সংযত অনুরাগ দেখাতে পারতেন। তা তিনি দেখাননি।

ভবভূতির সময়ে মনে হয় যে, প্রেম নিরাবিল হয়ে এসেছিল। বিশুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে ভবভূতির কল্পনার উপরে কোনও দেশের কোনও কবি উঠেছেন কিনা সন্দেহ। ভবভূতির অবশ্য এই বিষয়ে কিছুটা সুবিধা ছিল। তিনি প্রেমের বহুদিন সহবাসজনিত নির্ভর দেখাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কালিদাস সেই সুযোগ পাননি। তথাপি কালিদাস এই অবস্থা দেখাবার সুযোগ একবার খুঁজেও নিতে পারতেন। তাই মনে হয়, কালিদাসের মনে এত উচ্চ ধারণা কখনও উদিত হয়নি।

বাল্মীকির সীতা 'উত্তররামচরিত' নাটকের নায়িকা নন। ভবভূতির সীতা অপেক্ষা সে সীতা স্পষ্ট, পরিস্ফুট। সর্বত্র তাঁর একটা গতি দেখতে পাই, একটা তেজ দেখতে পাই। তিনি স্বেচ্ছায় রামের সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছিলেন, লঙ্কেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পরিশেষে রামের তাচ্ছিল্যও তুচ্ছ করেছিলেন। তাঁর সহ্য করার ভঙ্গিমাও অন্যরূপ। সীতা-নির্বাসনে রামকে যে কথা বলার জন্য তিনি লক্ষ্মণকে অনুরোধ করেছিলেন, তা অভিমানিনী সাধ্বীর উক্তি। এই উক্তির মধ্যে একটা তেজ আছে, সতীত্বের গর্ব আছে, রাজ্ঞীত্ব আছে। লঙ্কাজয়ের পর রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সীতা যে উত্তর দেন, তার দীপ্তিতে সমস্ত রামায়ণখানি উদ্ভাসিত হয়েছে। আবার, পরিশেষে নির্বাসনান্তে প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে স্বীয় সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য লজ্জাকর প্রস্তাবে সীতা যে নিদারুণ অভিমানে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন, তা জগতের সাহিত্যে অতুল। এই প্রসঙ্গে বাল্মিকী রামায়ণে কথিত হয়েছে—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"[১৪]

এই সীতার সঙ্গে ভবভূতির সীতার তুলনা হয় না। একথা সত্য যে, ভবভূতি লঙ্কাজয়ের পর সীতার তেজ দেখাবার মহাসুযোগ পাননি। কিন্তু নির্বাসনে ও নির্বাসনান্তে সীতার অভিমান প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি। রাম কর্তৃক নির্বাসনদণ্ড সীতা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, ভবভূতি নাটকে তা দেখাননি। আর অন্তিমে তো তিনি প্রায় নিঃশব্দেই রামসীতার মিলন সম্পাদন করেছেন।

কালিদাস কিন্তু একটি সুযোগও ছাড়েননি। প্রত্যাখ্যানের সময় কাকুতি-অনুনয় নিষ্ফল হলে শকুন্তলা জ্বালাময় ব্যঙ্গে সেই প্রত্যাখ্যানের উত্তর দিয়েছিলেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অনার্য, আত্মনো হৃদয়ানুমানেন কিল সর্বং প্রেক্ষসে। ক ইদানীমন্যো ধর্মকঞ্চুক-প্রবেশিনস্তৃণচ্ছন্নকুপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে? সুষ্ঠু তাবদত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতাস্মি যাহমস্য পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোর্হৃদয়বিষস্য হস্তাভ্যাসমুপগতা।"[১৫]

মিলনের সময়েও পুত্র যখন জিজ্ঞাসা করলো— "অম্ব! ক এষঃ?"[১৬] তখন শকুন্তলার উত্তর- "বৎস! তে ভাগধেয়ানি পৃচ্ছ।"[১৭] সমস্ত 'শকুন্তলা' নাটকখানির তত্ত্ব ওখানেই যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মর্ত্ত ও স্বর্গ যেন ওখানেই মিলিত হয়েছে।

'উত্তররামচরিতের' তৃতীয় অঙ্কটির নাম 'ছায়া'। রামচন্দ্রের ছায়ারূপে সীতাদেবী এই অঙ্কে বিরাজিতা – যদিও রামচন্দ্রের চোখে তিনি অদৃশ্যা। এই জাতীয় বাস্তবতা-বিরোধী নাট্যরীতি সেই যুগের দর্শকগণ সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে সানুমতী চরিত্রটিও অদৃশ্য। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ভাবী মিলন সহজে ঘটাবার জন্য সানুমতী চরিত্রটির যেমন প্রয়োজন ছিল, সেইরকম 'ছায়া' নামক অঙ্কটিও রামসীতার মিলনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল।

কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির সীতা প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করলে প্রাচীনকালের চরিত্র বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতি কল্পনা করতে পেরেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। এই সকল রমণীরা নারীকুলের রত্ন। এঁরা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবেন।

কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের পণ্ডিতকৌশিকী এবং ভবভূতির 'মালতীমাধবম্' নাটকের কামন্দকী চরিত্রদ্বয় উভয়ের কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করে। কামন্দকী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী, পণ্ডিতকৌশিকীও সংসার ত্যাগ করে কাষায় বস্ত্র ধারণ করেছেন। কামন্দকী দুজন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী, পণ্ডিতকৌশিকীও একজন অমাত্যের ভগিনী। উভয়েরই সাহস, মানসিক বল, বিদ্যাবুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। দুজন মন্ত্রী কামন্দকীকে সম্মান করেন এবং অনেক সময় তাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। রাজা ও রাণী ধারিণীও সর্বদা পণ্ডিতকৌশিকীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থতা করেন। তিনি যতদিন নিজেদের দুরবস্থা ছিল, কাউকেই আপন পরিচয় দেননি। তারপর যখন শুনলেন, তাঁর ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হয়েছে এবং তাঁরই রাজকন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হয়েছেন, তখন তিনি আপন পরিচয় প্রদান করেন। পণ্ডিতকৌশিকী ছিলেন হিন্দু এবং কামন্দকী বৌদ্ধ। পণ্ডিতকৌশিকীর চরিত্র বিশুদ্ধ, কামন্দকী চরিত্র অপেক্ষাকৃত কর্মকুশল। তিনি আপন কার্যে বিন্দুমাত্র অনাস্থা প্রকাশ করেন না এবং প্রাণপনে কার্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। অপরদিকে, কৌশিকী কেবল দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহস সহকারে কাপালিক অঘোরঘণ্টের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করেন। কৌশিকী দস্যুহস্ত থেকে পলায়ন করে রাজবাটী আশ্রয় করেন। সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টাই করেননি।

কালিদাসের নাটকগুলিতে একজন রাজার তিনজন রাণী। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে প্রথম রাণী ধারিণী, দ্বিতীয় রাণী ইরাবতী এবং তৃতীয় রাণী মালবিকা। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে প্রথম রাণী ঔশীনরী, দ্বিতীয় রাণী উর্বশী। রাজার তৃতীয় ভালবাসার পাত্রী উদয়বতী নামে বিদ্যাধরকন্যা। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে প্রথম রাণী বসুমতী, দ্বিতীয় রাণী হংসপদিকা এবং তৃতীয় রাণী শকুন্তলা। তিনখানি নাটকেই প্রথম রাণী পাটরাণী, কোন রাজার মেয়ে, একটু বয়স্কা। দ্বিতীয়া রাণী সুন্দরী, সুচতুরা এবং নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী। তৃতীয় রাণীই নাটকের নায়িকা, তাঁর সঙ্গে রাজার প্রেম নিয়েই নাটক। তৃতীয় রাণীই অপর দুজনকে ছাপিয়ে উঠেছেন।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে তিনজন রাণীকেই রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে দুজনকে এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মাত্র একজনকে কবি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছেন। রঙ্গমঞ্চে দেখা না গেলেও তাঁরা সকলেই অদৃশ্যে থেকে কাজ করেছেন, নাটকের বিষয়বস্তুকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছেন। তিনখানি নাটক একসঙ্গে পড়লে মনে হয়, যেন কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে তিনজন রাণীকেই রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবার যদি অন্য নাটকে তিনজনকেই উপস্থিত করেন, তাহলে ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে যাবে। তাই তিনি পরবর্তী নাটকগুলিতে একজন করে নায়িকাকে ত্যাগ করতে থাকেন। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে এমনই কৌশলে বিদ্যাধরকন্যাকে ত্যাগ করেছেন যে, দর্শক বা পাঠক ধরতেই পারেন না। তিনি ঔশীনরীকে দুভাবে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছেন। একবার এনেছেন ইরাবতীর মতো। রাজা উর্বশীর প্রতি আসক্ত। হঠাৎ পথে একখানা ভুজপত্রে এই কথাটা জানতে পেরে একেবারে রাজার কাছে এসে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁকে যার পর নাই তিরস্কার করেন। রাজা তাঁর চরণে পতিত হয়ে মান ভাঙাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাণীর মান ভাঙ্গেনি। তিনি রাগে গর্ গর্ করতে করতে চলে যান।

'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে অগ্নিমিত্র ইরাবতীর উপর রাগ করেছিলেন। 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকে পুরূরবা কিন্তু রাগ করেননি। তবে তিনি পাটরাণী বলে তাঁকে একেবারে ত্যাগ করতে পারেননি। অপমানের পর অগ্নিমিত্র আর ইরাবতীর নামও করেননি। কিন্তু শেষ মিলনের সময় যখন উর্বশী আয়ুকে বড়মার কাছে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন, তখন মহিষী ঔশীনরীর কথা রাজার মনে পড়ে এবং তাঁর প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন। ঔশীনরীর আর একটি মূর্তিও আছে— যে মূর্তিতে তিনি ধারিণীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ঔশীনরী বলেছেন—

> "এষাহং দেবতামিথুনং রোহিণীমৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্যপুত্রমনুপ্রসাদয়ামি। অদ্য প্রভৃতি যাং স্ত্রিয়মার্যপুত্রঃ প্রার্থয়তে যা চার্যপুত্রস্য সমাগমপ্রণয়িনী তয়া সহ ময়া প্রীতিবন্ধেন বর্তিতব্যমিতি।"[১৮]

কালিদাস যেন ধারিণী ও ইরাবতী— দু'জন রাণীর গুণাবলী একত্রে সংযোজিত করে ঔশীনরীকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ঔশীনরী উপরোক্ত দুজন রাণীর তুল্যা। তাছাড়া, তৃতীয় রাণী হিসাবে তিনি উদয়বতীকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁকে তিনি রঙ্গমঞ্চে আনেননি, অঙ্কেও তাঁর নাম উল্লেখ করেননি; প্রবেশকে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে ইরাবতীও আছেন, ধারিণীও আছেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কারও আবির্ভাব ঘটেনি। এই নাটকে হংসপদিকার সঙ্গে ইরাবতীর এবং বসুমতীর সঙ্গে ধারিণীর তুলনা করা যেতে পারে। রাজাকে দেখে রাণী হংসপদিকা একটি গান শুরু করেন—

> "অবিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্
> কমলবসতিমাত্রনির্ব্বতো মধুকর! বিস্মৃতোহস্যেনাং কথম্॥"[১৯]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

> "নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
> চূতমঞ্জরি চুমি
> কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছে
> কেমনে ভুলিলে তুমি!"[২০]

গানটিতে রাজার প্রতি অভিমান এবং তিরস্কার প্রকাশ করা হয়েছে। রাজা দূর থেকেই গানটি শুনে তা বুঝতে পারেন। তিনি বিদুষককে বলেন—

> "সকৃৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ। তদস্যা দেবীং বসুমতীম্ অন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোহস্মি।"[২১]

এখানে হংসপদিকার চরিত্রের সঙ্গে ইরাবতীর চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার, বসুমতীর চরিত্রও যেন ধারিণীর ছাঁচে গড়া। তিনি রাজার দাসীর হাত থেকে রং ও তুলি কেড়ে নিয়ে নিজেই সেগুলি রাজাকে দিতে আসছিলেন। পথে শুনলেন, মন্ত্রীর পত্র নিয়ে দ্বারবান রাজার কাছে যাচ্ছে। তাই রাজকার্যে বাধা দেবেন না বলে তিনি ফিরে যান। অথবা বসুমতীকে ঔশীনরীর নকলও বলা যেতে পারে। তাঁর চরিত্রে একাধারে মানিনীর ও প্রবীণার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এরূপে নায়ক-নায়িকা ঘটিত ব্যাপারটা সংক্ষেপ করে কালিদাস নাটককে লোকশিক্ষার দাস করে তুলতে পেরেছেন।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলা নায়িকা, হংসপদিকার গান নেপথ্যেই গীত হয়েছে, বসুমতীর উল্লেখ শুধু দুষ্যন্তের মুখে শোনা গিয়েছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' তিন প্রতিদ্বন্দ্বী নারী চরিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে মঞ্চে উপস্থিত। নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পক্ষে এই বিন্যাস অনুকূল হয়েছে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়বৎ সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে লতার সঙ্গে ফুলের যেমন সম্পর্ক, শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনেরও সেইরকম স্বাভাবিক সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই।"[২২]

'উত্তররামচরিতে'ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়বং সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে রাজপ্রাসাদে থেকেও সীতার প্রাণ অরণ্যের জন্য কাঁদে—

> "জানে পুনরপি প্রসন্নগম্ভীরাসু বনরাজিষু বিহরিষ্যামি পবিত্রনির্মলশিশিরাবগাহাং ভগবতীং ভাগীরথীমবগাহিষ্যে ইতি।"[২৩]

কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে ভবভূতির মালতী চরিত্রের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চরিত্র দুটিতে চিরাচরিত সংস্কার ও কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমাবেগের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ চরিত্র দুটি বড়ই স্নিগ্ধ, মধুর এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এ এক সামাজিক সমস্যা — ভারতের রক্ষণশীল সমাজের চিরকালের সমস্যা। কিন্তু শকুন্তলাচরিত্রের সঙ্গে মালতী চরিত্রের কিছু পার্থক্যও বর্তমান। শকুন্তলার কোন সামাজিক বন্ধন ছিল না। পিতৃ-মাতৃহীন শিশু বেড়ে উঠেছিল মুনির আশ্রয়ে। রাজার সঙ্গে মিলিত হবার পথে তাঁর বাধা ছিল একটাই— পিতা কণ্বের অনুমতির অপেক্ষা। কণ্বমুনি উদার হৃদয়ে তা সমর্থন করেছিলেন বিনা দ্বিধায়। কিন্তু মালতীর ক্ষেত্রে সমস্যাটি ছিল আরও জটিল। মালতী কুলকন্যা, পিতার মান-সম্মান, বংশমর্যাদা কন্যা হয়ে কলঙ্কিত করবেন কেমন করে? তাই তিনি স্থির করেছিলেন আত্মঘাতী হবেন। লবঙ্গিকা মনে করে তিনি মাধবের গলায় মালা পরিয়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতে। যখন সম্বিৎ ফিরে এল, ধিক্কার দিলেন নিজেকে। সখীর প্রতারণায় আচরণের সীমা লঙ্ঘন করেছেন তিনি। ভয়ে-উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে তাঁর শরীর। মকরন্দের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেন—

> "হা ধিক্, কন্যকাজনবিরুদ্ধং কিমপ্যুপন্যস্যতি।"[২৪]

তিনি যে কুলকন্যা, হঠকারিতা করার তাঁর অবকাশ কোথায়? পরক্ষণে কামন্দকী এসে মিলিয়ে দেন দুই প্রেমিক-হৃদয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কালিদাসের সাহিত্যসমূহে নারীচরিত্র বিভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'ঋতুসংহারে' নারী কামিনী। কালিদাসের লেখনীও তাই দুর্বল। 'কুমারসম্ভবে' নারী তপস্বিনী। সেখানে কাম ধর্মের বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত। তাই সেখানে সাফল্য। 'রঘুবংশে' সুদক্ষিণা, ইন্দুমতী এবং সর্বশেষে সীতা— সকলেই ধর্ম, অতিথিসেবা, অহিংসা এবং পাতিব্রত্যের চরম আদর্শকে মেনেছেন। শেষ সর্গে কামিনীর আবির্ভাব, তাই বংশের ধ্বংস। 'মেঘদূতে' যক্ষবধূর মধ্যে জীবনদেবতারই আবির্ভাব। এ যেন সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ।

পৃথিবীর পাপবৃত্তি ধুয়ে তাকে স্বর্গ-সুষমায় শান্ত-সংযত-অলঙ্কৃত করার প্রয়াস কবি দেখিয়েছেন 'শকুন্তলা'য়। দেবভোগ্য জীবনের কলুষযুক্ত নিকষিত হেম দেখিয়েছেন 'কুমারসম্ভবে'। তারই এক কৃতি সম্ভারের ছবি এঁকেছেন 'রঘুবংশে'। পৃথিবীর জীবনের উদাত্ততম রূপই 'রঘুবংশে' পরিবেশিত।

ভবভূতির কাছে নারীর স্থান অনেক উচ্চে। তিনি নারী চরিত্রকে অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁর আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তার কাছে নারী দেবী।

Reference:

১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'নারী', 'সঞ্চিতা', পৃ. ৮৪
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খন্ড, 'স্বদেশমন্ত্র, 'বর্তমান ভারত', পৃ. ২৪৯
৩. কালিদাস, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', ১ম অঙ্ক, 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 37
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 297 - 306
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. ভবভূতি, 'উত্তররামচরিতম্', ৩য় অঙ্ক, 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৪
৫. বিদ্যাসাগর, 'সীতার বনবাস', 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯০
৬. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫। ৬, পৃ. ১৭৯
৭. উত্তররামচরিতম্, ৩। ২৬, পৃ. ১০৯
৮. তদেব, ৩। ২৭, পৃ. ১১০
৯. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ১। ১৮, পৃ. ১৪৩-১৪৪
১০. তদেব, ২। ১০, পৃ. ১৫৪
১১. উত্তররামচরিতম্, ১। ২০, পৃ. ৮৯
১২. তদেব, ৩। ৪, পৃ. ১০৩
১৩. তদেব, ১। ৩৮, পৃ. ৯২
১৪. বাল্মিকী, 'রামায়ণ', উত্তরকাণ্ড, ৯৭। ১৪-১৬, পৃ. ২১৪৯
১৫. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫ম্ অঙ্ক, পৃ. ১৮১
১৬. তদেব, সপ্তম অঙ্ক, পৃ. ২০৪
১৭. তদেব, পৃ. ২০৪
১৮. কালিদাস, 'বিক্রমোর্বশীয়ম্', ৩য় অঙ্ক, 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২১৫
১৯. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫। ১, পৃ. ১৭৫
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শকুন্তলা', 'প্রাচীন সাহিত্য', পৃ. ৪৭
২১. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৫ম্ অঙ্ক, পৃ. ১৭৫
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শকুন্তলা, 'প্রাচীন সাহিত্য', পৃ. ৪৪-৪৫
২৩. উত্তররামচরিতম্, ১ম অঙ্ক, পৃ. ৯১
২৪. ভবভূতি, 'মালতীমাধবম্, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫